২০শে জুলাই ২০২৫
পঞ্চাশত্তমীর পর ষষ্ঠ রবিবার
অনুধ্যান / Theme:- যার যীশুকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করে, দুঃখ কষ্ট বরণের জন্য তাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে

দানিয়েল ৩:১৩-২১,২৪-২৬,২৮,
গীতসংহিতা ১২৯,
কলসীয় ১:২৪-২৯,
লুক ৯:১৮-২৭

মূল পদ: *"কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী হউক।" লুক ৯:২৩*

শুভ সকাল, খ্রীষ্টে প্রিয় ভাই ও বোনেরা। আজ, আমরা একটি গভীর এবং চ্যালেঞ্জিং সত্য নিয়ে চিন্তা করি: যারা স্বীকার করে যে যীশুই খ্রীষ্ট, তাদের অবশ্যই কষ্টভোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এটি গ্রহণ করা সহজ বিষয় নয়, বিশেষ করে এমন একটি পৃথিবীতে যেখানে প্রায়শই ঈশ্বরকে অনুসরণ করাকে সান্ত্বনা এবং সমৃদ্ধির সাথে সমতুল্য করা হয়। কিন্তু শাস্ত্র বারবার আমাদের শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্টকে স্বীকার করার জন্য একটি মূল্য দিতে হয়। যীশুকে অনুসরণ করার অর্থ হল ক্রুশ তুলে নেওয়া এবং শিষ্যত্বের কঠিন পথে হাঁটা, যার মধ্যে প্রায়শই কষ্টভোগ অন্তর্ভুক্ত থাকে। আজকের দানিয়েল, গীতসংহিতা, কলসীয় এবং লূকের সুসমাচারের অংশগুলি অন্বেষণ করার সময়, আমরা দেখতে পাব যে খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ কেবল বিশ্বাসীদের জন্যই অনিবার্য নয়, বরং এটি আমাদের সাক্ষ্য এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের একটি অপরিহার্য অংশও। আসুন আমরা খোলা হৃদয় ও মন দিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি, বুঝতে পারি যে দুঃখভোগের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের আরও নিকটবর্তী হই এবং বিশ্বের জন্য তাঁর মুক্তির মিশনে অংশ নিই।

১. দুঃখভোগের মুখে বিশ্বস্ততা (দানিয়েল ৩:১৩-২১, ২৪-২৬, ২৮)
দানিয়েল ৩ অধ্যায়ে শদ্রক, মৈশক এবং অবেদ্-নগোর গল্প দুঃখভোগের মুখে বিশ্বস্ততার একটি শক্তিশালী উদাহরণ। যখন এই তিন যুবক রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের সোনার প্রতিমার সামনে মাথা নত করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তবুও, তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অবিচল: "যদি হয়, আমরা যাঁহার সেবা করি, আমা-দের সেই ঈশ্বর আমাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ আছেন, আর, হে রাজন, তিনি আপনার হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন; আর যদি নাও হয়, তবু হে রাজন, আপনি জানিবেন, আমরা আপনার দেবগণের সেবা করিব না, এবং আপনার স্থাপিত স্বর্ণ-প্রতিমাকে, প্রণাম করিব না।" (দানিয়েল ৩:১৭-১৮)। শদ্রক, মৈশক এবং অবেদ্-নগো ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসের জন্য কষ্টভোগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, এই বিশ্বাসে যে তাদের রেহাই না পেলেও তারা বিশ্বস্ত থাকবে। শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বর তাদের অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু তাদের কষ্টভোগের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছাই তাদের বিশ্বাসের প্রকৃত সাক্ষ্য। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বরকে স্বীকার করার অর্থ কখনও কখনও আগুনে প্রবেশ করা, আক্ষরিক বা রূপকভাবে। একইভাবে, যখন আমরা যীশুকে খ্রীষ্ট হিসাবে স্বীকার করি, তখন আমাদের অবশ্যই চ্যালেঞ্জ, বিরোধিতা এবং এমনকি কষ্টভোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শদ্রক, মৈশক এবং অবেদ্-নগোর মতো, আমাদের ঈশ্বরের মুক্তির উপর বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে এবং তাঁর নামের জন্য কষ্ট সহ্য করতেও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। তাদের গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষার মাঝে উপস্থিত আছেন এবং আমাদের বিশ্বস্ততার মাধ্যমে, তাঁর মহিমা বিশ্বের কাছে প্রকাশিত হয়।

২. তাড়না এবং বিরোধিতার বাস্তবতা (গীতসংহিতা ১২৯)
গীতসংহিতা ১২৯ হল ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের লোকেদের দ্বারা সম্মুখীন হওয়া দুঃখকষ্ট এবং নিপীড়নের প্রতিফলন। গীতরচক ইস্রায়েলের দ্বারা সহ্য করা অবিরাম তাড়নার কথা বলেন, তবুও এই নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শেষ করেন যে ঈশ্বর সর্বদা তাঁর লোকেদের উদ্ধার করেছেন: "তারা আমার যৌবনকাল থেকে অনেকবার আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তবুও তারা আমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেনি" (গীতসংহিতা ১২৯:২)। এই গীতসংহিতা যুগ যুগ ধরে বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি করে যারা তাদের বিশ্বাসের কারণে দুঃখকষ্ট, নিপীড়ন এবং তাড়নার মুখোমুখি হয়েছে। খ্রীষ্টকে স্বীকার করা কষ্ট থেকে মুক্তি দেয় না, বরং আমাদের আধ্যাত্মিক যুদ্ধের বাস্তবতায় ডাকে। যাইহোক, গীতরচক আরও নিশ্চিত করেছেন যে তাড়না যতই তীব্র হোক না কেন, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের বিরুদ্ধে এটি জয়লাভ করবে না। যখন আমরা যীশুকে খ্রীষ্ট হিসাবে স্বীকার করি, তখন আমরা একটি আধ্যাত্মিক যুদ্ধে প্রবেশ করি। মন্দ শক্তিগুলি প্রাচীনকালের মতোই ঈশ্বরের লোকেদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে চায়। কিন্তু গীতসংহিতা ১২৯ আমাদের বিরোধিতার মুখেও অবিচল থাকতে উৎসাহিত করে, কারণ তারা জানে যে ঈশ্বরের মুক্তি নিশ্চিত। আমাদের বিশ্বাসের জন্য আমরা হয়তো দুঃখকষ্টের মুখোমুখি হতে পারি, কিন্তু আমাদের এও নিশ্চিত করা হয়েছে যে ঈশ্বরের শত্রুরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে না।

৩. খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগে আনন্দ করা (কলসীয় ১:২৪-২৯)

কলসীয় ১ পদে, প্রেরিত পৌল দুঃখভোগ সম্পর্কে একটি অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন, “এখন তোমাদের নিমিত্ত আমার যে সকল দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে আনন্দ করিতেছি, এবং খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের যে অংশ অপূর্ণ রহিয়াছে তাহা আমার মাংসে তাঁহার দেহের নিমিত্ত পূর্ণ করিতেছি; সেই দেহ মণ্ডলী।” (কলসীয় ১:২৪)। পৌল তাঁর নিজের দুঃখভোগকে খ্রীষ্টের মিশনে অংশগ্রহণের একটি উপায় হিসেবে দেখেছিলেন। কষ্টের দ্বারা নিরুৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে, পৌল এতে আনন্দ করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর দুঃখভোগের একটি উদ্দেশ্য ছিল। এই অনুচ্ছেদটি আমাদের একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানায়। যখন আমরা যীশুকে খ্রীষ্ট হিসাবে স্বীকার করি, তখন আমাদের অবশ্যই তিক্ততার সাথে নয়, বরং আনন্দের সাথে দুঃখভোগ সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের দুঃখভোগ অর্থহীন নয়; এটি অন্যদের জন্য খ্রীষ্টের অনুগ্রহে অংশীদার হওয়ার জন্য আমাদের আহ্বানের অংশ। পৌলের উদাহরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দুঃখভোগ এক ধরণের পরিচর্যা হতে পারে, যার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ জগতের কাছে প্রকাশিত হয়। বিশ্বাসী হিসেবে, আমাদের কেবল খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ সহ্য করার জন্যই নয়, বরং আনন্দ করার জন্যও আহ্বান করা হয়েছে। এটি হয়তো বিপরীতমুখী মনে হতে পারে, কিন্তু যখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের দুঃখভোগের চিরন্তন তাৎপর্য রয়েছে, তখন আমরা পরীক্ষার মধ্যেও আনন্দ খুঁজে পেতে পারি। পৌলের মতো, আমরা আমাদের কষ্টভোগকে ঈশ্বরের গৌরব করার এবং তাঁর রাজ্যকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ হিসেবে দেখতে পারি। খ্রীষ্টের জন্য আমাদের দুঃখভোগ সুসমাচারের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের সাক্ষ্য।

৪. ক্রুশ তুলে নেওয়া এবং যীশুকে অনুসরণ করা (লূক ৯:১৮-২৭)

লূক ৯ পদে, আমরা সুপরিচিত অংশটি পড়ি যেখানে পিতর যীশুকে খ্রীষ্ট হিসেবে স্বীকার করেন। যীশু তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কে, এ বিষয়ে লোকসমূহ কি বলে?" এবং তাদের প্রতিক্রিয়া শোনার পর, তিনি তাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন, "কিন্তু তোমরা কি বলো যে আমি কে?" পিতর উত্তর দেন, "ঈশ্বরের খ্রীষ্ট" (লূক ৯:২০)। এই স্বীকারোক্তির পরপরই, যীশু তাঁর শিষ্যদের তাঁকে অনুসরণ করার মূল্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। তিনি বলেন, “কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী হউক। কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সেই তাহা রক্ষা করিবে।” (লূক ৯:২৩-২৪)। যীশু স্পষ্ট করে বলেন যে তাঁকে খ্রীষ্ট হিসেবে স্বীকার করার অর্থ আত্মত্যাগ এবং প্রতিদিনের ক্রুশ বহনের জীবন গ্রহণ করা। ক্রুশ কেবল দুঃখভোগের প্রতীক নয় বরং আনুগত্য, ত্যাগ এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতির প্রতীকও। যীশুকে অনুসরণ করা মানে দুঃখভোগের পথে চলা, জেনে রাখা যে এটি অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যায়। যখন আমরা যীশুকে খ্রীষ্ট হিসেবে স্বীকার করি, তখন আমাদের আমাদের ক্রুশ তুলে নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়। এর অর্থ হল সুসমাচারের জন্য কষ্টভোগ করতে প্রস্তুত থাকা, নিজেদেরকে অস্বীকার করা এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের সাথে জীবনযাপন করা। যীশুর কথা আমাদেরকে তাঁর শিষ্য হওয়ার অর্থ কী তা পুনর্বিবেচনা করার জন্য চ্যালেঞ্জ করে। প্রকৃত শিষ্যত্বের সাথে ত্যাগ জড়িত, তবে এটি চূড়ান্ত পুরস্কার - খ্রীষ্টে অনন্ত জীবনের দিকেও নিয়ে যায়।

উপসংহার

আজকের বিষয়বস্তু, যারা স্বীকার করে যে যীশুই খ্রীষ্ট, তাদের অবশ্যই কষ্টভোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার সময় আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে শিষ্যত্বের পথ সহজ নয়। দানিয়েলের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে শুরু করে গীতরচকের মুখোমুখি হওয়া পরীক্ষা, পৌলের কষ্টভোগে আনন্দ থেকে শুরু করে যীশুর ক্রুশ তুলে নেওয়ার আহ্বান, আমরা দেখতে পাই যে কষ্টভোগ খ্রিস্টীয় যাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে, আমরা আমাদের কষ্টভোগে একা নই। যীশু আমাদের সাথে হাঁটেন এবং আমাদের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর আরও কাছে আসি। আসুন আমরা উৎসাহিত হই যে ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের কষ্টভোগের উদ্দেশ্য এবং অর্থ রয়েছে। যীশুকে খ্রীষ্ট হিসেবে স্বীকার করার সময়, আমরা সাহসের সাথে তা করি, জেনে রাখি যে তাঁর জন্য আমরা যে কষ্টভোগ সহ্য করি তা শেষ পর্যন্ত তাঁর গৌরব এবং আমাদের অনন্ত পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করবে।

প্রার্থনা

করুণাময় ও করুণাময় ঈশ্বর, আমরা আপনার পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের উপহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি আমাদের জন্য ক্রুশ সহ্য করেছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ততার উদাহরণ অনুসরণ করতে এবং প্রতিদিন আমাদের ক্রুশ তুলে নিতে আমাদের সাহায্য করুন। তোমার নামের জন্য কষ্ট সহ্য করার শক্তি দাও এবং বিরোধিতার মুখেও যীশুকেই খ্রীষ্ট বলে ঘোষণা করার সাহস দাও। আমাদের মধ্যে যারা ক্লান্ত তাদের সান্ত্বনা দাও, এবং আমাদের আনন্দে ভরিয়ে দাও যে আমাদের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের সাথে আছো। আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করো এবং ধার্মিকতার পথে পরিচালিত করো। আমরা আমাদের ত্রাণকর্তা এবং প্রভু যীশুর মূল্যবান নামে এটি প্রার্থনা করি। আমেন।